লেখা পাঠাবার নিয়মাবলী :

১. মানবিকীবিদ্যা ও সমাজবিজ্ঞানের যে কোনো শাখা সংশ্লিষ্ট গবেষণামূলক রচনা প্রকাশের জন্য গ্রাহ্য হবে। প্রবন্ধের শিরোনাম, সারসংক্ষেপ (অনধিক ২০০ শব্দ), সূত্রশব্দ (Keywords) (অন্যূন ৩টি ও সর্বাধিক ৫টি) এবং বিধিবদ্ধ সূত্রনির্দেশ মূল প্রবন্ধের সঙ্গে থাকা বাধ্যতামূলক।

২. মূল রচনাটি অনধিক ৪০০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা বাঞ্ছনীয়।

৩. প্রেরিত প্রবন্ধ MS-Word -এ 'Amar Bangla Normal' হরফে মুদ্রিত করে ই-মেল মাধ্যমে পাঠাতে হবে। হাতে লেখা পান্ডুলিপি প্রকাশের জন্য বিবেচিত হবে না।

৪. রচনার শিরোনাম ১৬ মাত্রার হরফে ও বাকি অংশ ১২ মাত্রার হরফে মুদ্রিত করা বাঞ্ছনীয়।

৫. প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে পাদটীকা, পরিশিষ্ট, সারণী, শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviation) ব্যবহার করা যেতেই পারে। সূত্রনির্দেশের পরে সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীর উল্লেখ ঐচ্ছিক, আবশ্যিক নয়।

৬. পরিসংখ্যান ও প্রাসঙ্গিক ফটোগ্রাফের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে উক্ত পরিসংখ্যান ও ফটোগ্রাফের সঙ্গেই বন্ধনীর মধ্যে।

৭. একমাত্র উদ্ধৃতিভুক্ত অংশ ছাড়া সর্বত্র বানান, প্রয়োগবিধি, যতিচিহ্ন, লিখনরীতি, ইত্যাদি বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি প্রকাশিত *আকাদেমি বানান অভিধান* অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক।

৮. উদ্ধৃতিভুক্ত পাঠের শুদ্ধি বা স্পষ্টীকরণের জন্য উদ্ধৃতির মধ্যে কিছু শব্দ প্রবেশ করাবার প্রয়োজন হলে তা তৃতীয় বন্ধনীবদ্ধ করে যথাস্থানে লিখতে হবে।

৯. প্রবন্ধের মূল পাঠে গ্রন্থনাম বাঁকা হরফে (italics) লিখতে হবে কিন্তু, কবিতা, প্রবন্ধ, গল্প, গান ইত্যাদির শিরোনাম একক উদ্ধৃতিবদ্ধ (' ') করে লিখতে হবে।

যেমন : জীবনানন্দ দাশের কবিপ্রতিভার অন্যতম নিদর্শন *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থটি।

কিন্তু,

জীবনানন্দ দাশের কবিপ্রতিভার অন্যতম নিদর্শন 'বনলতা সেন' কবিতাটি।

১০. উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলে মূল রচনার পাঠ থেকে স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ লেখাই শোভন। সেক্ষেত্রে হরফ মূল রচনার হরফের আকৃতির চেয়ে সামান্য ছোট হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজাতীয় বড়ো উদ্ধৃতিতে আলাদা অনুচ্ছেদ তৈরি করার কারণে আলাদাভাবে উদ্ধৃতি চিহ্ন ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। মূল পাঠের মধ্যবর্তী অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে জোড়া উদ্ধৃতিচিহ্ন (" ") ব্যবহার করতে হবে।

১১. প্রবন্ধকে মুদ্রণের ক্ষেত্রে প্রযুক্তি-বান্ধব করার জন্য ইংরেজি উদ্ধৃতি ইংরেজি হরফে থাকলেও সংস্কৃত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে বাংলা হরফ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয়।

১২. একই কারণে সংস্কৃত উদ্ধৃতির ক্ষেত্রে লুপ্ত অ-কারের পরিবর্তে ঊর্দ্ধকমা (') ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। ইংরেজি উদ্ধৃতির শেষে ফুলস্টপের পরিবর্তে দাঁড়ি ব্যবহার করুন।

১৩. বক্তব্যের যৌক্তিক পারম্পর্য স্পষ্ট করার জন্য লেখকেরা প্রয়োজনে উপশিরোনাম, অনুচ্ছেদের শিরোনাম কিংবা ১, ২, ৩ ... বা এক, দুই, তিন ... ইত্যাদি ক্রমে সংখ্যা ন্যস্ত করতে পারেন।

১৪. 'সূত্রনির্দেশ' অংশটিকে যেহেতু প্রাথমিকভাবে তথ্যের সূত্র হিসেবে ব্যবহার করা হবে, সেহেতু শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় মন্তব্যের ক্ষেত্রেই পাদটীকা যোজনা করা যাবে। সূত্রনির্দেশের ক্ষেত্রে ১,২,৩ ... ইত্যাদি সংখ্যা ও পাদটীকায় তারকা চিহ্ন (*) ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক। পাঠকের সুবিধার জন্য পাদটীকার সংখ্যা সীমিত হওয়া কাঙ্ক্ষিত।

১৫. কোনও গবেষণামূলক রচনায় পুথি থেকে সরাসরি উপকরণ সংগ্রহ করা হলে সূত্রনির্দেশে পুথিটির বিষয়ে যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ বিবরণ নথিবদ্ধ করতে হবে। বিশেষ করে সেটি কোন পুথিশালায় রক্ষিত ও তার ক্রমিকসংখ্যা অবশ্য উল্লেখ্য।

১৬. অপ্রকাশিত গবেষণা-সন্দর্ভ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে সূত্র নির্দেশে গবেষণা সন্দর্ভের শিরোনামের পাশে তৃতীয় বন্ধনীতে 'অপ্রকাশিত' কথাটি উল্লেখ করতে হবে।

গবেষকদের সুবিধার্থে সূত্রনির্দেশের কয়েকটি প্রাসঙ্গিক ধরন নিচে উদাহারণরূপে দেওয়া হল : (এই বিধি বাংলা প্রবন্ধে ব্যবহৃত ইংরেজি ও সংস্কৃত আকরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য)

ক. একক গ্রন্থকর্তার ক্ষেত্রে :

নীহাররঞ্জন রায়, *রবীন্দ্রসাহিত্যের ভূমিকা,* পঞ্চম পরিশোধিত সংস্করণ, নিউ এজ, কলিকাতা, ১৩৬৯ সন, পৃ. ৩২

খ. দু'জন গ্রন্থকর্তার ক্ষেত্রে :

অবন্তীকুমার সান্যাল ও অশোক ভট্টাচার্য, *চৈতন্যদেব, ইতিহাস ও অবদান,* দ্বিতীয় মুদ্রণ, সারস্বত লাইব্রেরি, কলকাতা, ২০০২ পৃ. ৪৫১

গ. সম্পাদিত গ্রন্থকর্তার ক্ষেত্রে :

মনিকা মহলানবিশ (সম্পা.), *ব্রহ্মানন্দ-শ্রী কেশব চন্দ্রেরপত্রাবলী,* ২য় সংস্করণ, নববিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৯৪১ পৃ. ২৫

ঘ. গ্রন্থ সম্পাদনার ক্ষেত্রে :

পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত ও অনূদিত, *বৃহদ্ধর্ম পুরাণম্,* বঙ্গবাসী প্রেস, কলিকাতা, ১২৯০ পৃ. ১০

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পা.), *সচিত্রগুলজার নগর* [১৮৭২], দ্বিতীয় মুদ্রণ, পুস্তক বিপনি, কলকাতা, ১৯৮৬ পৃ. ১০

ঙ. দুইয়ের বেশি সংকলকের ক্ষেত্রে :

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ (সম্পা.), *বিশ্ববিবেক,* বাক্‌সাহিত্য, কলকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ২০১

চ. সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ক্ষেত্রে :

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 'সাম্প্রতিক ভারতীয় প্রকাশনের ধারা', 'গ্রন্থজগৎ', (ফেব্রু-মার্চ ১৯৮০):৯-২০

তত্ত্ববোধিনী, ৯ম সংখ্যা, ১ বৈশাখ, ১৭৬৬ শক, পৃ. ৬৫

ছ. অভিধান বা কোশজাতীয় গ্রন্থের ক্ষেত্রে :

নগেন্দ্রনাথ বসু (সম্পা.), *বিশ্বকোষ* (দশমখন্ড), প্রকাশনা তথ্য অনুল্লেখিত, পৃ. ২০৩-০৪

সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *বুদ্ধিজীবীর নোটবই,* পুস্তকবিপনি, কলকাতা, ২০০৫ পৃ. ৭৪

জ. কোনও গ্রন্থে ব্যবহৃত উদ্ধৃতিকে সরাসরি ব্যবহার করলে :

১. উদ্ধৃত। শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, *উপনিষদের সাধনপথ ও কেশব,* নববিধান পাব্লিকেশন কমিটি, কলকাতা, ১৯৪২ পৃ. ২৫

ঝ. পাদটীকা থেকে উদ্ধৃতি দিলে :

১. উদ্ধৃত, পাদটীকা। অসিতকুমার ভট্টাচার্য, *অক্ষয় কুমার দত্ত এবং উনিশ শতকের বাংলার ধর্ম ও সমাজ চিন্তা,* কে.পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ৬৯

ঞ. একই বই বারবার ব্যবহার করলে :

১. শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ,* মন্ডল বুক হাউস, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৩

২. তত্রৈব (একই পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে)

৩. তত্রৈব, পৃ. ৪০ (অন্য পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে)

ট. একই লেখকের একাধিক গ্রন্থের ক্ষেত্রে :

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *বিশ্ব পরিচয়,* বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯২৭, পৃ. ৩০

২. তত্রৈব, পৃ. ১০

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রাশিয়ার চিঠি,* বিশ্বভারতী, কলিকাতা, ১৯৩২, পৃ. ১০

৪. বিশ্ব পরিচয়, পৃ. ৩১

ঠ. সংকলনে প্রকাশিত প্রবন্ধের ক্ষেত্রে :

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, ''দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ'' ড. পুলিনবিহারী সেন (সম্পা.), *রবীন্দ্রায়ণ,* বাক্সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৬৮ সন পৃ. ২৭৪

ড. বৈদ্যুতিন সূত্রের ক্ষেত্রে :

পূর্ণাঙ্গ URL তারিখসহ উল্লেখ করতে হবে -

যেমন :

http://www.mssu.edu/projectsouthasia/history/primarydoes/education/Macaulay001.htm
(অনুসন্ধান দিবস : ১৭.০৭.২০০৯)